

শিক্ষকের মানবেতর জীবন সুশিক্ষাদানে প্রতিবন্ধক

শুশিক্ষাই একটি উন্নত জাতি জৈরিতে রাখতে পারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা। আর তা নিশ্চিত করতে শিক্ষাদানের পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনই, যদি হয়ে ওঠে অস্থির ও সঙ্কটাপন্ন, তবে তারা কতটুকু মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে এ মহান দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে তা সংশয়ের জন্য দেয়। ফলে এ ধরনের সৃষ্টি যে কোনো সমস্যাকে সমাধান করতে রাষ্ট্রের নিতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ তার কোনো বিকল্প নেই।

সম্প্রতি পালিত হোসো মুসলিম উল্লাহর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ইদুল ফিতর। যেখানে সবাই একে অপরের সাথে ইদের খুশি বিনিময় করতে ছুটে যায় জন্ম-ভিটায়। কলকারখানা থেকে শুরু করে প্রায় সব কর্মস্থলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পান বেতন-বোনাস। যা ইদ উদযাপনে আর্থিক সহযোগিতা ও ভিন্ন এক আমেজ যোগ করে। অথচ ভাবতে অবার লাগে, ইদের আগে তো নূরের কথা ছুটি শেষে এক সন্তাই পরও অনেক জেলা-উপজেলায় জুলাই মাসের বেতন পাননি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা! এমনিওর (বেতনের সরকারি অংশ) টাকা না পেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর উৎসব তথা স্বাভাবিক জীবন কী পরিমাণ মানবেতর হয়ে উঠতে পারে, তা দৈনন্দিন খরচের দিকে দৃষ্টি দিলেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। সন্তাইের শেষ কর্মদিবসেও বেতন না পেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় এ পেশাজীবী ও সর্বোচ্চ সম্মানজনক পেশার শিক্ষক গোষ্ঠী আবায়ো ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় এমপিও বটনকারী ব্যাংকের শাখাগুলোয় বেতনের জন্য সারাদিন শিক্ষক-কর্মচারীরা অপেক্ষা করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও বেতনের টাকা উত্তোলন করতে না পেরে তারা খুশা হাতে ঘরে ফিরে গেছেন। এ যদি শিক্ষকদের অবস্থা হয়, এভাবে যদি নিরানন্দে উৎসব গতে হওয়ার পর, মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও খালিহাতে ফুল আর মগিন মুখে শিক্ষকদের ঘরে ফিরে যেতে হয়- তবে তা শুধু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নেতিবাচক তা নয়, এটা পুরো জাতির জন্যই বেদনার!

প্রসঙ্গত, এটা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে- সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এসব এমপিওভুক্ত বেসরকারি ও কোনো কোনোটা শুধুই এলাকাবাসীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও সমান যোদ্ধা। যাদের সঠিক পরিচর্যায় তৈরি হয় একেকটি সত্যিকারের মানুষ। বিভিন্ন সময়ে আমরা পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখেছি, এমনও অনেক ইবতেদায়ী মতাসা আছে যেখানে এ সময়ে এসেও শুধু ৫০০ টাকা বেতনে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন অনেক শিক্ষক, আর প্রতিদানে যাপন করছে মানবেতর জীবন!

আমরা জানি, শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও তার বাস্তবায়ন করছে। তবু সবিনয়ে বলতে চাই, রমজানের চড়া মূল্য পেরিয়ে শিক্ষকদের বেতন গত সন্তাই পর্যন্তও যখন হাতে আসেনি, শুধন তার ও তার পরিবারের পরিস্থিতি কী হতে পারে! আমরা দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই বলতে চাই, শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন অস্থির ও সঙ্কটাপন্ন হলে কখনোই সুশিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষকের বেতন-ভাতা সঠিক সময়ে পরিপোষ করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের এত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এত এত ভর্তিকি এত আয়োজন কোনো কিছুই ফলাফল আশানুরূপ হবে না, যদি না শিক্ষকের মানবেতর জীবন থেকে তারা মুক্তি না পায়। শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যা এবং কী কী কারণে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কোনো বিকল্প নেই। আর তা বাস্তবায়ন করতে পারলেই কেবল গড়ে উঠতে পারে সুন্দর একটি দেশ যা সবারই কামা।